স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
প্রশাসন-৪ (মনিটরিং ও সমন্বয়) অধিশাখা

বিষয়ঃ **মন্ত্রিসভা বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন।**

সূত্রঃ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের স্মারক নম্বরঃ ০৪.০০.০০০০.৩১২.১৬.০০১.১৬.১০৯, তারিখ: ০৮ মার্চ ২০১৭।

উপযুর্ক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত মন্ত্রিসভা বৈঠকে গৃহীত ২২ (বাইশ)টি সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন ২০ মার্চ ২০১৭ তারিখের মধ্যে প্রেরণের জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ হতে অনুরোধ করা হয়।

০২। এমতাবস্থায়, সংযুক্ত তালিকায় বর্ণিত ২২ (বাইশ)টি সিদ্ধান্তের সর্বশেষ বাস্তবায়ন অগ্রগতির প্রতিবেদন **আগামী ০২ (দুই) কার্যদিবসের মধ্যে প্রশাসন-৪ অধিশাখায় আবশ্যিকভাবে** প্রেরণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হ'ল।

০৩। বিষয়টি অতিব জরুরি।

সংযুক্তঃ বর্ণনা মোতাবেক ৪ (চার) পাতা।

১৫ ০৩ ২০১৭

(মোহাম্মদ নাসির উদ্দীন)
উপসচিব
ফোনঃ ৯৫৪০৩৬২
ই-মেইল-monitor@mohfw.gov.bd

ইউ.ও নোট নং-৪৫.১৪১.০১৬.০০.০০.০০১.২০১৬-৬৯ তারিখঃ ১৫.০৩.২০১৭ খ্রিঃ।

কার্যার্থে: (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

১. যুগ্মপ্রধান (পরিকল্পনা অনুবিভাগ), স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
২. উপসচিব (জনস্বাস্থ্য-১/হাসপাতাল-২), স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৩. সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রশাসন-২/ জনস্বাস্থ্য-৩/চিকিৎসা শিক্ষা-২/হাসপাতাল-৩), স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৪. সিস্টেম এনালিষ্ট, কম্পিউটার সেল, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

সদয় জ্ঞাতার্থে:

যুগ্মসচিব (প্রশাসন) এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

গোপনীয়
জরুরি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ অধিশাখা

স্মারক নম্বর: ০৪.০০.০০০০.৩১২.১৬.০০১.১৬.১০৯

তারিখ: ০৮ মার্চ ২০১৭ / ২৪ ফাল্গুন ১৪২৩

বিষয়: মন্ত্রিসভা-বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন।

মন্ত্রিসভা-বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি মন্ত্রিসভাকে অবহিত করার জন্য তাঁর মন্ত্রণালয়/বিভাগ/কার্যালয়ে বাস্তবায়নাধীন সিদ্ধান্তসমূহের (তালিকা সংযুক্ত) বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিষয়ে হালনাগাদ তথ্য সংবলিত প্রতিবেদন (প্রতিটি সিদ্ধান্ত পৃথক পাতায়) আগামী ২০ মার্চ ২০১৭ তারিখের মধ্যে প্রেরণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হল। উল্লেখ্য, প্রতিবেদনের সফট্‌কপি নিম্নবর্ণিত ই-মেইল/পেনড্রাইভে প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হল।

সংযুক্ত: ০৩ পাতা।

০৮/০৩/২০১৭

(মোর্শেদা ফেরদৌস)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন: ৯৫১১০৩৭
implement-1_sec@cabinet.gov.bd

১। প্রধানমন্ত্রীর মুখ্যসচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়।

২। সিনিয়র সচিব/সচিব/ভারপ্রাপ্ত সচিব
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়/বিভাগ
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

\\MYSRV\implement-1_sec\Official\04.312\04.312.016 Implement Report\Imp Report for CM 2017\Imp Report for CM 2017 Q1\05 Letter.doc

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

ক্রমিক	বাস্তবায়নাধীন সিদ্ধান্ত
১	মসবৈ-৩২(১০)/২০১৪, তারিখ: ২০ অক্টোবর ২০১৪ বিষয়-১: মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের ২০১৩-১৪ অর্থ-বৎসরের কার্যাবলি সম্পর্কিত বার্ষিক প্রতিবেদন। সিদ্ধান্ত: ৮.৮। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় মাঠ পর্যায়ে নিয়োজিত ডাক্তার/নার্সদের সেবাদান নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে আবাসনসহ অপরিহার্য অবকাঠামো নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করিবে এবং অর্থ বিভাগ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে এই কার্যক্রমে অর্থ বরাদ্দের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।
২	মসবৈ-০৭(০২)/২০১৫, তারিখ: ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ বিষয়-৩: উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন সংক্রান্ত আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ (Delegation of Financial Powers for Development Projects) এবং অনুন্নয়ন বাজেটের আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ (Delegation of Financial Powers) ও পুনঃঅর্পণ (Sub-Delegation) সংক্রান্ত সংশ্লিষ্ট পরিপত্রসমূহ সংশোধনের প্রস্তাব অনুমোদন। সিদ্ধান্ত: ১২.৪। সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ ই-টেন্ডারিং পদ্ধতি যথাযথভাবে অনুসরণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করিবে।
৩	মসবৈ-১৩(০৩)/২০১৫,তারিখ: ৩০ মার্চ ২০১৫ বিষয়-২: 'বাংলাদেশ মেডিক্যাল ও ডেন্টাল কাউন্সিল (সংশোধন) আইন, ২০১৫' –এর খসড়ার নীতিগত অনুমোদন। সিদ্ধান্ত : ১৩.২। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় বিদ্যমান 'বাংলাদেশ মেডিক্যাল ও ডেন্টাল কাউন্সিল আইন, ২০১০' সংশোধন অপরিহার্য কিনা তাহা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখিবে এবং আইনের সংশোধন আবশ্যকীয় প্রতীয়মান হইলে মন্ত্রিসভা-বৈঠকের আলোচনা অনুযায়ী সংশোধনী আইনটি পুনর্গঠন করিয়া উহা পুনরায় মন্ত্রিসভা-বৈঠকে উপস্থাপন করিবে। অন্যথায় আইনটি পুনরায় মন্ত্রিসভা-বৈঠকে উপস্থাপনের প্রয়োজন নাই।
৪	মসবৈ-২৬(০৬)/২০১৫, তারিখ: ২৯ জুন ২০১৫ বিষয়-৩: 'মানবদেহে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সংযোজন আইন, ২০১৫'-এর খসড়ার নীতিগত অনুমোদন। আলোচনা: ১৩.১। বিষয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলের মতামত গ্রহণপূর্বক বিস্তারিত আলাপ-আলোচনা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর 'মানবদেহে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সংযোজন আইন, ১৯৯৯' প্রণয়ন করা হইয়াছিল। তবে, চিকিৎসা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অব্যাহত উৎকর্ষের পরিপ্রেক্ষিতে সময়ে সময়ে এই ধরনের আইন হালনাগাদকরণের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। এতদ্ব্যতীত, অবৈধভাবে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সংযোজন রোধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য উচ্চ আদালতের নির্দেশনাও প্রণিধানযোগ্য। এই প্রেক্ষাপটে 'মানবদেহে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সংযোজন আইন, ১৯৯৯' হালনাগাদকরণের উদ্যোগ একটি সময়োচিত পদক্ষেপ। প্রস্তাবিত আইনে সন্নিবেশিত বিধানসমূহ সার্বিকভাবে গ্রহণযোগ্য। ১৩.২। প্রস্তাবিত আইনে যেই সকল নূতন বিধান সংযোজন হইয়াছে ইহাদের সবকিছু আইনে অন্তর্ভুক্তকরণের আবশ্যকতা আছে বলিয়া প্রতীয়মান হয় না। কেবল মৌলিক বিষয়গুলি আইনে প্রতিফলিত করিয়া পদ্ধতিগত ও বাস্তবায়নধর্মী বিষয়গুলি লইয়া বিবেচ্য আইনের আওতায় বিধিমালা প্রণয়ন করা যথাযথ হইবে। এইরূপ কার্যক্রম গ্রহণকালে ক্যাডাভেরিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সংযোজন সংক্রান্ত জাতীয় কমিটির গঠন ও কর্মপরিধি পুনরায় পরীক্ষা করিয়া দেখা যাইতে পারে। যেমন, বাংলাদেশ মেডিক্যাল ও ডেন্টাল কাউন্সিলের মত বিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানসমূহের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের প্রধান উক্ত কমিটির সদস্য হিসাবে দায়িত্ব পালন করিতে পারেন। তবে, কমিটিতে পেশাজীবী-প্রতিনিধি অন্তর্ভুক্তকরণের ক্ষেত্রে সরকারের মনোনীত ব্যক্তিবর্গকে অন্তর্ভুক্ত করাই যথাযথ হইবে। ১৩.৩। উপর্যুক্ত আলোচনা অনুযায়ী স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় 'মানবদেহে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সংযোজন (সংশোধন) আইন, ২০১৫' শিরোনামে বিবেচ্য আইনের খসড়া চূড়ান্তকরণ এবং এই আইনের আওতায় প্রয়োজনীয় বিধিমালা প্রণয়ন করিতে পারে। সিদ্ধান্ত: ১৪.১। মন্ত্রিসভা-বৈঠকের আলোচনা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ সাপেক্ষে সারসংক্ষেপের সঙ্গে উপস্থাপিত 'মানবদেহে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সংযোজন আইন, ২০১৫'-এর খসড়া নীতিগতভাবে অনুমোদন করা হইল। আইনটি 'মানবদেহে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সংযোজন (সংশোধন) আইন, ২০১৫' শিরোনামে মন্ত্রিসভার চূড়ান্ত অনুমোদন গ্রহণের জন্য উপস্থাপন করিতে হইবে।
৫	মসবৈ-২৬(০৬)/২০১৫, তারিখ: ২৯ জুন ২০১৫ বিষয়-৩: 'মানবদেহে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সংযোজন আইন, ২০১৫'-এর খসড়ার নীতিগত অনুমোদন।

	সিদ্ধান্ত: ১৪.২। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় 'মানবদেহে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সংযোজন (সংশোধন) আইন, ২০১৫'-এর আওতায় প্রয়োজনীয় বিধিমালা প্রণয়ন করিবে।
৬	মসবৈ-৪২(১১)/২০১৫, তারিখ: ০২ নভেম্বর ২০১৫ বিষয়-২: '১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট হইতে ১৯৭৯ সালের ০৯ এপ্রিল তারিখ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে জারিকৃত কতিপয় অধ্যাদেশ কার্যকরকরণ (বিশেষ বিধান) আইন, ২০১৩'-এর তফসিল সংশোধনের বিষয় মন্ত্রিসভাকে অবহিতকরণ। সিদ্ধান্ত: ১২.২। ১৫ আগস্ট ১৯৭৫ হইতে ৯ এপ্রিল ১৯৭৯ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে জারিকৃত অধ্যাদেশসমূহের আবশ্যকতা ও প্রাসঙ্গিকতা পর্যালোচনা করিয়া যে সকল অধ্যাদেশ আবশ্যক বিবেচিত হইবে সেইগুলি সকল স্টেকহোল্ডার ও সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগের মতামত গ্রহণ করিয়া প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সংশোধন ও পরিমার্জনক্রমে নূতন আইন আকারে বাংলা ভাষায় প্রণয়ন করিয়া যথাশীঘ্র সম্ভব মন্ত্রিসভা-বৈঠকে উপস্থাপনের জন্য গত ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ তারিখে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভা-বৈঠকে প্রদত্ত নির্দেশনা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহ যথাযথ পদ্ধতি অনুসরণপূর্বক দ্রুত বাস্তবায়ন করিবে।
৭	মসবৈ-৪২(১১)/২০১৫, তারিখ: ০২ নভেম্বর ২০১৫ বিষয়-২: '১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট হইতে ১৯৭৯ সালের ০৯ এপ্রিল তারিখ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে জারিকৃত কতিপয় অধ্যাদেশ কার্যকরকরণ (বিশেষ বিধান) আইন, ২০১৩'-এর তফসিল সংশোধনের বিষয় মন্ত্রিসভাকে অবহিতকরণ। সিদ্ধান্ত: ১২.৩। মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহ কর্তৃক স্ব স্ব মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ব্রিটিশ ও পাকিস্তান আমলে ইংরেজি ভাষায় প্রণীত আইনসমূহ প্রয়োজনীয় পরিবর্তন ও সংশোধনক্রমে বাংলা ভাষায় প্রণয়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করিবে।
৮	মসবৈ-৪২(১১)/২০১৫, তারিখ: ০২ নভেম্বর ২০১৫ বিষয়-৩: '১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ হইতে ১৯৮৬ সালের ১১ নভেম্বর তারিখ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে জারিকৃত কতিপয় অধ্যাদেশ কার্যকরকরণ (বিশেষ বিধান) আইন, ২০১৩'-এর তফসিল সংশোধনের বিষয় মন্ত্রিসভাকে অবহিতকরণ। সিদ্ধান্ত: ১৫.২। ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ হইতে ১৯৮৬ সালের ১১ নভেম্বর তারিখ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে জারিকৃত অধ্যাদেশসমূহের আবশ্যকতা ও প্রাসঙ্গিকতা পর্যালোচনা করিয়া যে সকল অধ্যাদেশ আবশ্যক বিবেচিত হইবে সেইগুলি সকল স্টেকহোল্ডার ও সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগের মতামত গ্রহণ করিয়া প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সংশোধন ও পরিমার্জনক্রমে নূতন আইন আকারে বাংলা ভাষায় প্রণয়ন করিয়া যথাশীঘ্র সম্ভব মন্ত্রিসভা-বৈঠকে উপস্থাপনের জন্য গত ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ তারিখে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভা-বৈঠকে প্রদত্ত নির্দেশনা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহ যথাযথ পদ্ধতি অনুসরণপূর্বক দ্রুত বাস্তবায়ন করিবে।
৯	মসবৈ-১৯(০৫)/২০১৬, তারিখ: ০৯ মে ২০১৬ বিষয়-২: 'সংক্রামক রোগ প্রতিরোধ, নিয়ন্ত্রণ ও নির্মূল আইন, ২০১৬'-এর খসড়ার নীতিগত অনুমোদন। আলোচনা: ১০.১। ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ তারিখে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভা-বৈঠকের সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে 'Bangladesh Malaria Eradication Board (Repeal) Ordinance, 1977' এবং 'The Prevention of Malaria (Special Provisions) Ordinance, 1978' একীভূত করিয়া প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সংশোধন, সংযোজন এবং হালনাগাদপূর্বক অধ্যাদেশ দুইটি রহিতক্রমে 'সংক্রামক রোগ প্রতিরোধ, নিয়ন্ত্রণ ও নির্মূল আইন, ২০১৬'-এর খসড়া প্রণয়নের প্রস্তাব সময়োপযোগী ও প্রশংসনীয়। ইহা স্বাস্থ্যসেবার পরিধিকে আরও বিস্তৃত ও সুসংহত করিবে। ইহা জনস্বাস্থ্য-ঝুঁকি ও তৎসংক্রান্ত জরুরি অবস্থা মোকাবেলাসহ স্বাস্থ্য সংক্রান্ত ঝুঁকি-হ্রাস; সংক্রামক রোগ—প্রতিরোধ, নিয়ন্ত্রণ ও নির্মূল; নাগরিকগণের সুরক্ষা এবং জনস্বাস্থ্য-সচেতনতা সৃষ্টির ক্ষেত্রে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণে সহায়ক হইবে বলিয়া আশা করা যায়। ইহাছাড়া দেশের নাগরিকগণের স্বাস্থ্য-সংক্রান্ত অধিকার ও জনস্বাস্থ্য সুরক্ষার ক্ষেত্রে সাংবিধানিক নির্দেশনাও ইহার মাধ্যমে নিশ্চিত হইবে। প্রস্তাবিত আইনের বিধানাবলি যুক্তিযুক্ত ও অনুমোদনযোগ্য। তবে, প্রস্তাবিত আইনে অপরাধ সুনির্দিষ্ট করতঃ ৫ ধারা পুনর্গঠন এবং ৬ ধারায় উল্লেখিত দন্ডের পরিমাণ যৌক্তিকভাবে নির্ধারণ করা সমীচীন হইবে। ১০.২। উপর্যুক্ত আলোচনা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ সাপেক্ষে সারসংক্ষেপের সঙ্গে উপস্থাপিত 'সংক্রামক রোগ প্রতিরোধ, নিয়ন্ত্রণ ও নির্মূল আইন, ২০১৬'-এর খসড়া নীতিগতভাবে অনুমোদন করা যাইতে পারে। সিদ্ধান্ত: ১১।মন্ত্রিসভা-বৈঠকের আলোচনা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ সাপেক্ষে সারসংক্ষেপের সঙ্গে উপস্থাপিত

	'সংক্রামক রোগ প্রতিরোধ, নিয়ন্ত্রণ ও নির্মূল আইন, ২০১৬'-এর খসড়া নীতিগতভাবে অনুমোদন করা হইল।
১০	মসবৈ-২৭(০৭)/২০১৬, তারিখ: ২৫ জুলাই ২০১৬ বিষয়-১: মন্ত্রিসভা-বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের বিষয়ে ২০১৬ সালের দ্বিতীয় ত্রৈমাসিক (এপ্রিল-জুন) প্রতিবেদন। সিদ্ধান্ত: ৮.২। গত ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ তারিখে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভা-বৈঠকে সামরিক শাসনামলে জারিকৃত অধ্যাদেশসমূহের আবশ্যকতা ও প্রাসঙ্গিকতা পর্যালোচনা করিয়া যে-সকল অধ্যাদেশ আবশ্যক বিবেচিত হইবে সে-গুলি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সংশোধন ও পরিমার্জনক্রমে নূতন আইন আকারে বাংলা ভাষায় প্রণয়ন করিয়া যথাশীঘ্র সম্ভব মন্ত্রিসভা-বৈঠকে উপস্থাপন করিবার যেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়াছিল তৎপরিপ্রেক্ষিতে যে-সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগে অনুরূপ অধ্যাদেশ অদ্যাবধি অনিষ্পত্তিকৃত রহিয়াছে সেগুলির বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সচিবগণ আগামী পাঁচ মাসের মধ্যে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণপূর্বক নিষ্পত্তি করিবেন।
১১	মসবৈ-৩৪(১০)/২০১৬, তারিখ: ১০ অক্টোবর ২০১৬ বিষয়-৩: 'আন্তর্জাতিক উদরাময় গবেষণা কেন্দ্র-বাংলাদেশ আইন, ২০১৬'-এর খসড়ার নীতিগত অনুমোদন। আলোচনা: ১৩.১। মন্ত্রিসভার ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ তারিখের নির্দেশনার পরিপ্রেক্ষিতে 'International Centre for Diarrhoeal Disease Research Bangladesh Ordinance, 1978' এবং 'The International Centre for Diarrhoeal Disease Research Bangladesh (Amendment) Ordinance, 1985' প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সংশোধন ও পরিমার্জন করিয়া সেইগুলি রহিতক্রমে বাংলা ভাষায় 'আন্তর্জাতিক উদরাময় গবেষণা কেন্দ্র-বাংলাদেশ আইন, ২০১৬'-এর খসড়া প্রণয়নের উদ্যোগ প্রশংসনীয়। ডায়রিয়া,পুষ্টি এবং অন্যান্য জাতীয় ও বৈশ্বিক জনস্বাস্থ্য সমস্যার সঙ্গে সম্পৃক্ত বিষয়ে সমীক্ষা, গবেষণা ও জ্ঞানবিস্তারের উদ্যোগ গ্রহণ ও প্রসারের মাধ্যমে স্বাস্থ্য সেবার উন্নত পদ্ধতি উদ্ভাবন; ডায়রিয়াজনিত রোগের প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ এবং জনস্বাস্থ্য কর্মসূচির উন্নয়ন সাধনের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত আন্তর্জাতিক উদরাময় গবেষণা কেন্দ্রের কার্যকরতা অব্যাহত রাখিতে সহায়ক হইবে বলিয়া আশা করা যায়। প্রস্তাবিত আইনের বিধানাবলি যুক্তিযুক্ত ও অনুমোদনযোগ্য। তবে, প্রস্তাবিত আইনের ৩(ছ) উপ-ধারায় 'কর্মচারী' এবং ৩(ঝ) উপ-ধারায় 'কর্মকর্তা'-এর সংজ্ঞা প্রদান করা হইয়াছে। এই ক্ষেত্রে কেবল 'কর্মচারী' শব্দের উল্লেখ করা এবং 'কর্মচারী'র সংজ্ঞায় সকল পর্যায়ের ব্যক্তিবর্গ অন্তর্ভুক্ত করা আবশ্যক। তৎপরিপ্রেক্ষিতে উপ-ধারা দুইটিকে প্রয়োজন অনুসারে পুনর্গঠন করা সমীচীন হইবে এবং সেইসঙ্গে আইনের অন্য কোথাও 'কর্মকর্তা' শব্দের উল্লেখ থাকিলে সেইক্ষেত্রেও অনুরূপ সংশোধন যথাযথ হইবে। ১৩.২। প্রস্তাবিত আইনের বোর্ডের সভা সংক্রান্ত ১০(২) উপ-ধারায় উল্লেখিত '...দুইবার...' শব্দের স্থলে '...একবার...' শব্দ প্রতিস্থাপন করা আবশ্যক। ইহা ছাড়া, ২১(১) উপ-ধারায় উল্লেখিত '...যদি না বোর্ড বা পরিচালক তাহাদের স্বীয় অধিকার পরিত্যাগ করেন, উক্ত পরিত্যাগ সংক্রান্ত প্রতিবেদন বোর্ডের নিকট পেশ করিতে হইবে' শব্দসমূহ বিযুক্ত করা সমীচীন হইবে। কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নিরাপত্তা ও অধিকারসমূহ উল্লেখ করা হইয়াছে। ১৩.৩। উপর্যুক্ত আলোচনা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ সাপেক্ষে সারসংক্ষেপের সঙ্গে উপস্থাপিত 'আন্তর্জাতিক উদরাময় গবেষণা কেন্দ্র-বাংলাদেশ আইন, ২০১৬'-এর খসড়া নীতিগতভাবে অনুমোদন করা যাইতে পারে। সিদ্ধান্ত: ১৪। মন্ত্রিসভা-বৈঠকের আলোচনা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ সাপেক্ষে সারসংক্ষেপের সঙ্গে উপস্থাপিত 'আন্তর্জাতিক উদরাময় গবেষণা কেন্দ্র-বাংলাদেশ আইন, ২০১৬'-এর খসড়া নীতিগতভাবে অনুমোদন করা হইল।
১২	মসবৈ-৩৪(১০)/২০১৬, তারিখ: ১০ অক্টোবর ২০১৬ বিষয়-১: মন্ত্রিসভা-বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের বিষয়ে ২০১৬ সালের তৃতীয় ত্রৈমাসিক (জুলাই-সেপ্টেম্বর) প্রতিবেদন। সিদ্ধান্ত: ৮.১। বর্তমান সরকারের বিগত মেয়াদে (২০০৯-২০১৩) মন্ত্রিসভা-বৈঠকে গৃহীত ৩৩টি বাস্তবায়নাধীন সিদ্ধান্ত দ্রুত বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের সচিবগণ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করিবেন। উক্ত সময়ে গৃহীত কোন সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন বর্তমানে আবশ্যক প্রতীয়মান না হইলে উহা বাতিলের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ সমীচীন হইবে।
১৩	মসবৈ-৩৬(১০)/২০১৬, তারিখ: ৩১ অক্টোবর ২০১৬ বিষয়-১: মন্ত্রণালয় ও বিভাগসমূহের ২০১৫-১৬ অর্থ-বৎসরের কার্যাবলি সম্পর্কিত বার্ষিক প্রতিবেদন। সিদ্ধান্ত:

	৯.৫। চূড়ান্ত প্রতিবেদনে উল্লেখিত অর্জনসমূহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ স্ব স্ব ওয়েবসাইটে আপলোড করিবে। ইহা ছাড়া মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহ নিজ নিজ ক্ষেত্রে অর্জিত সাফল্যের বিষয়ে ব্যাপক প্রচারেরও উদ্যোগ গ্রহণ করিবে। এই ক্ষেত্রে চূড়ান্ত প্রতিবেদনটি ওয়েবসাইটে প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য Center for Research and Information (CRI)-তে প্রেরণ করিতে হইবে।
১৪	মসবৈ-৩৯(১২)/২০১৬, তারিখ: ০৭ নভেম্বর ২০১৬ বিষয়-২: 'বাংলাদেশ কলেজ অব ফিজিসিয়ানস এন্ড সার্জনস আইন, ২০১৬'-এর খসড়ার চূড়ান্ত অনুমোদন। সিদ্ধান্ত: ১৩। সারসংক্ষেপের সঙ্গে উপস্থাপিত 'বাংলাদেশ কলেজ অব ফিজিসিয়ানস এন্ড সার্জনস আইন, ২০১৬'-এর খসড়া চূড়ান্তভাবে অনুমোদন করা হইল।
১৫	মসবৈ-৪১(১২)/২০১৬, তারিখ: ১৯ ডিসেম্বর ২০১৬ বিষয়-৪: 'জাতীয় ঔষধ নীতি, ২০১৬'-এর খসড়ার অনুমোদন। আলোচনা: ১৬.১। দেশের ঔষধশিল্পের বিকাশের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করিয়া 'জাতীয় ঔষধ নীতি, ২০১৬'-এর খসড়া প্রণয়নের প্রস্তাব প্রশংসনীয়। ইহা ঔষধের যৌক্তিক ও নিরাপদ ব্যবহার এবং সর্বস্তরে অত্যাবশ্যকীয় ঔষধসহ সকল ঔষধের মূল্য ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে রক্ষণসহ সহজপ্রাপ্যতা নিশ্চিত করিতে সহায়ক হইবে বলিয়া আশা করা যায়। সময়ানুগ প্রয়োজনীয়তার সার্বিক প্রেক্ষাপট বিবেচনায় উহা প্রণীত হইয়াছে বিধায় সামগ্রিক চিকিৎসা ব্যবস্থায় নীতিটি ইতিবাচক প্রভাব রাখিবে বলিয়া আশা করা যায়। তবে, প্রস্তাবিত নীতির শিরোনামে 'ঔষধ' এবং অন্যত্র 'ওষুধ' শব্দটি ব্যবহৃত হইয়াছে। এই বিষয়ে সামঞ্জস্যসাধন প্রয়োজন। ৪.২৪ ক্রমিকের (ক)-তে জনস্বাস্থ্য রক্ষার জন্য ওষুধের পাশাপাশি বিভিন্ন ক্যাটাগরির প্রক্রিয়াজাত খাদ্যের উৎপাদন, আমদানি, মাননিয়ন্ত্রণ, মজুদ, বিক্রয় ও বিতরণ নিয়ন্ত্রণের নিমিত্ত বিদ্যমান আইন সংশোধনের মাধ্যমে ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরকে খাদ্য ও ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরে রূপান্তর করিবার বিষয় উল্লেখ করা হইয়াছে। এইক্ষেত্রে 'খাদ্য' শব্দটির প্রায়োগিক পরিধি অধিক বিস্তৃত হইবার কারণে এবং তৎসংশ্লিষ্ট সমন্বয় ও নিয়ন্ত্রণ আরোপণার্থে বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠান নিয়োজিত বিধায় এই বিষয়ে প্রাতিষ্ঠানিক অধিক্রমণের (overlapping) আশঙ্কা থাকিয়া যায়। এই পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত নীতিমালায় খাদ্য হিসাবে কেবল ঔষধ-সংশ্লিষ্ট খাদ্য আওতাভুক্ত করা সমীচীন। তৎপরিপ্রেক্ষিতে প্রস্তাবিত নীতিমালায় প্রযোজ্যক্ষেত্রে 'খাদ্য' শব্দটি ব্যবহারের ক্ষেত্রে কেবল ঔষধ-সংশ্লিষ্ট খাদ্য বুঝাইবার বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা যুক্তিযুক্ত হইবে। অনুরূপ বিবেচনায় প্রযোজ্য ক্ষেত্রে নীতিমালায় উল্লেখিত 'প্রসাধন সামগ্রী'র ক্ষেত্রে ঔষধ-সংশ্লিষ্ট প্রসাধন সামগ্রী অন্তর্ভুক্ত করা সমীচীন হইবে। ১৬.২। উপর্যুক্ত আলোচনা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ সাপেক্ষে সারসংক্ষেপের সঙ্গে উপস্থাপিত 'জাতীয় ঔষধ নীতি, ২০১৬'-এর খসড়া অনুমোদন করা যাইতে পারে। সিদ্ধান্ত: ১৭। মন্ত্রিসভা-বৈঠকের আলোচনা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ সাপেক্ষে সারসংক্ষেপের সঙ্গে উপস্থাপিত 'জাতীয় ঔষধ নীতি, ২০১৬'-এর খসড়া অনুমোদন করা হইল।
১৬	মসবৈ-০৩(০১)/২০১৭, তারিখ: ৩০ জানুয়ারি ২০১৭ বিষয়-১: মন্ত্রিসভা-বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের বিষয়ে ২০১৬ সালের চতুর্থ ত্রৈমাসিক (অক্টোবর-ডিসেম্বর) প্রতিবেদন। সিদ্ধান্ত: ১০.২। বর্তমান সরকারের বিগত মেয়াদে (২০০৯-২০১৩) মন্ত্রিসভা-বৈঠকে গৃহীত ৩১টি বাস্তবায়নাধীন সিদ্ধান্ত দ্রুত বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের সচিবগণ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করিবেন।
১৭	মসবৈ-০৩(০১)/২০১৭, তারিখ: ৩০ জানুয়ারি ২০১৭ বিষয়-১: মন্ত্রিসভা-বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের বিষয়ে ২০১৬ সালের চতুর্থ ত্রৈমাসিক (অক্টোবর-ডিসেম্বর) প্রতিবেদন। সিদ্ধান্ত: ১০.৩। গত ১৫ সেপ্টেম্বর ২০১৪ হইতে ২২ আগস্ট ২০১৬ পর্যন্ত মন্ত্রিসভা-বৈঠকে নীতিগতভাবে অনুমোদনের পর বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগে প্রক্রিয়াধীন ২৮টি আইনের খসড়া চূড়ান্ত অনুমোদনের লক্ষ্যে মন্ত্রিসভায় দ্রুত প্রেরণ নিশ্চিতকল্পে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের সচিবগণ কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।
১৮	মসবৈ-০৬(০২)/২০১৩, তারিখ: ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ বিষয়-১: ১৯৭৫ সালের আগস্ট ২০ হইতে ১৯৭৯ সালের এপ্রিল ৯ পর্যন্ত এবং ১৯৮২ সালের মার্চ ২৪ হইতে ১৯৮৬ সালের নভেম্বর ১০ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে জারিকৃত কতিপয় অধ্যাদেশকে আইনে পরিণত করিবার প্রস্তাব সংবলিত

	বিলসমূহ অনুমোদন। সিদ্ধান্ত: ১৪। ১৫ আগস্ট ১৯৭৫ হইতে ৯ এপ্রিল ১৯৭৯ পর্যন্ত এবং ২৪ মার্চ ১৯৮২ হইতে ১১ নভেম্বর ১৯৮৬ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে জারিকৃত অধ্যাদেশসমূহের আবশ্যকতা ও প্রাসঙ্গিকতা পর্যালোচনা করিয়া যে সকল অধ্যাদেশ আবশ্যক বিবেচিত হইবে সেইগুলি সকল স্টেকহোল্ডার ও সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগের মতামত গ্রহণ করিয়া প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সংশোধন ও পরিমার্জনক্রমে নূতন আইন আকারে বাংলা ভাষায় প্রণয়ন করিয়া যথাশীঘ্র সম্ভব মন্ত্রিসভা-বৈঠকে উপস্থাপন করিতে হইবে।
১৯	মসবৈ-২২(৭)/২০০০, তারিখঃ ০৩-০৭-২০০০। বিবিধ বিষয়- ১: প্রচলিত আইনসমূহ বাংলায় ভাষান্তর। সিদ্ধান্তঃ ১২। বৃটিশ ও পাকিস্তান আমলের অনেক আইন এখনও বাংলাদেশে প্রচলিত আছে। এই সকল আইন ইংরেজি ভাষায় প্রণীত। স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশেও অনেক আইন ইংরেজি ভাষায় প্রণীত হইয়াছে। ইংরেজি ভাষায় প্রণীত আইন সাধারণ মানুষের নিকট সহজবোধ্য নহে। এই আইনসমূহের অনুমোদিত বাংলা ভাষান্তর করিবার উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন। মন্ত্রিসভা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে দেশে প্রচলিত ইংরেজি ভাষায় প্রণীত সকল আইনের অনুমোদিত বাংলা ভাষান্তর করণের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করিবে।
২০	মসবৈ-০১(০১)/২০০৩, তারিখ:০৬-০১-২০০৩। বিষয়ঃ চট্টগ্রামকে পূর্ণাঙ্গ বাণিজ্যিক রাজধানী (চলতি অর্থে, আইনী অর্থে নয়) হিসাবে গড়িয়া তোলা প্রসঙ্গে। সিদ্ধান্তঃ ১১(ট)। চট্টগ্রামে আন্তর্জাতিক মানের হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে।
২১	মসবৈ-৩১(০৯)/২০০৪, তারিখঃ ২৭-০৯-২০০৪। বিষয়ঃ "দি মেডিকেল প্র্যাকটিস এন্ড প্রাইভেট ক্লিনিকস্ এন্ড ল্যাবরেটরীজ (রেগুলেশন) অর্ডিন্যান্স, ১৯৮২" বাতিল করিয়া বেসরকারি চিকিৎসা সেবা আইন, ২০০৪ প্রণয়ন। সিদ্ধান্তঃ ৮। উপর্যুক্ত আলোচনার আলোকে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় প্রস্তাবিত বেসরকারি চিকিৎসা সেবা আইন, ২০০৪-এর খসড়া আরও বিশদভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিয়া প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।
২২	উপবৈ-২৩(০৪)/২০০৭, তারিখঃ ২১-০৪-২০০৭। বিষয়ঃ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের Health, Nutrition and Population Sector Program (HNPSP) বাস্তবায়ন সংক্রান্ত পরিস্থিতি পত্র (Status Report)। সিদ্ধান্তঃ ১৪.২। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় স্বাস্থ্য সেবার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে পাইলট প্রকল্প আকারে কতিপয় সরকারি হাসপাতালের ব্যবস্থাপনা যথাপদ্ধতিতে সক্ষম ও অভিজ্ঞ বেসরকারি সংস্থার (NGO) নিকট হস্তান্তর করিবার ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে। ইহাছাড়া হাসপাতালসমূহের ব্যবস্থাপনায় স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করিতে হইবে।